123

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ JAN. 6 1999
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

## বোর্ড এখনও প্রয়োজনীয় কাগজ সরবরাহ করেনি

# সময়মতো পাঠ্যপুস্তক পাওয়া অনিশ্চিত

মাসুদ কামাল

ছাত্রছাত্রীদের হাতে যথাসময়ে পাঠ্যপুস্তক পৌঁছার বিষয়টি এখনও অনিশ্চিত। সব কিছু ভালভাবে চললে ঈদের পর পর প্রাথমিক স্তরের বইগুলো হয়ত পৌঁছে যাবে। কিন্তু মাধ্যমিক স্তরের বই নিয়ে সৃষ্ট জটিলতার অবসান হয়নি। এ স্তরে নতুন যে তিনটি বই এবার চালু করার কথা সে সবের জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা কাগজই বোর্ড এখনও পর্যন্ত সরবরাহ করতে পারেনি।

নিয়ম অনুযায়ী প্রতিবছরের জানুয়ারির ১ তারিখ থেকেই ছাত্র ছাত্রীদের নাগালের মধ্যে সব পাঠ্যপুস্তক পৌঁছে যাওয়ার কথা। কিন্তু দেশের কোথাও সে অবস্থার সৃষ্টি হয়নি এখনও। পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিতরণের বিষয়গুলো যথাযথভাবে পরিচালনার জন্য 'জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড' নামে একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে। কিন্তু গত কয়েক বছরের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, মাথাভারি এ প্রতিষ্ঠানটি যথাসময়ে এবং যুক্তিগ্রাহ্য মূল্যে শিক্ষার্থীদের হাতে বাই পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে নেতিবাচক ভূমিকাই পালন করেছে বেশি। নিজেদের এই লাগাতার ব্যর্থতার কথা তাদের স্বীকার করার সৎসাহসও নেই। লাগাতার করে যাচ্ছে তারা মিথ্যাচার। গত ২৯ ডিসেম্বর এক গণবিজ্ঞপ্তিতে বোর্ড কর্তৃপক্ষ দাবি করেছে যে '৯৯-এর জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহেই মাধ্যমিক শ্রেণীর সকল বই বাজারে পাওয়া যাবে। উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে তারা আরও উল্লেখ করেছে যে, নবম-দশম শ্রেণীর জন্য এবার যে নতুন তিনটি বই চালু হচ্ছে সেগুলোও জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহেই বাজারে পাওয়া যাবে। অথচ বাস্তব অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। বরাদ্দপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ বই তিনটির মুদ্রণই এখন পর্যন্ত শুরু করেনি। এ ব্যাপারে একটি প্রতিষ্ঠানের মালিক বলেন, মুদ্রণ শুরু করব কি করে, আমরা তো বোর্ড থেকে এখনও প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা কাগজই সরবরাহ পাইনি। আর পজেটিভই পেয়েছি মাত্র ক'দিন আগে, ২৫ ডিসেম্বর '৯৮। অথচ বই তিনটি মুদ্রণের টেন্ডার সিডিউলে স্পষ্ট উল্লেখ ছিল–বরাদ্দকৃত সমস্ত পাঠ্যপুস্তকের মুদ্রণ কাজ ১০ ডিসেম্বর '৯৮ এবং বাঁধাই কাজ ১৫ ডিসেম্বর '৯৮-এর মধ্যে শেষ করতে হবে। মুদ্রণ শেষ করার নির্ধারিত দিনের ১৫ দিন পরে পজেটিভ করা হলো কেন–– এ বিষয়ে জানতে চাইলে বোর্ডের কর্মকর্তারা কোন জবাব দিতে পারেনি। এ প্রসঙ্গে একজন প্রকাশক বলেন, 'সিডিউলে আমাদের প্রতিদিনের বিলম্বের জন্য ৫০০ টাকা হারে জরিমানার কথা বলা হয়েছে। এখন যে বোর্ডেরই মাসাধিককাল বিলম্ব হলো–– এর জন্য জরিমানা কে দেবে?'

তিনটি নতুন বইয়ের নিরাপত্তা কাগজ সরবরাহে বিলম্বের বিষয়ে বোর্ডের একজন কর্মকর্তা বলেন, 'মুদ্রক ও প্রকাশকরা আমাদের বাফারস্টকে থাকা মাধ্যমিক শ্রেণীর বই নিতে না চাওয়াতেই নিরাপত্তা কাগজ দেয়া হচ্ছে না।' একজন প্রকাশক জানান, বোর্ডের স্টকের বই তাঁরা নিতে চান না। রঙ্গিন এবং নিম্নমানের কাগজে বছর দু'য়েক আগে ছাপা এই বইগুলো ছাত্রছাত্রীরা নিতে চায় না। গতবারও তাঁরা এসব বই নিয়ে বিপাকে পড়েছেন, পরে কম দামে বেচতে হয়েছে। এবার নিয়ম করা হয়েছে নতুন বই ছাপতে চাইলে পুরনো সেই সব বই বেচতে হবে। এ নিয়েই টানাপোড়েন বোর্ড এবং প্রকাশকদের মধ্যে। এর মাঝে পড়ে চরম অনিশ্চয়তায় এখন কয়েক লাখ ছাত্রছাত্রী।

প্রাথমিক স্তরের বই নিয়ে সঙ্কট অবশ্য এবার অতটা তীব্র নয়। অবিশ্বাস্য কম মূল্যে বই মুদ্রণের দায়িত্ব উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রকাশক একযোগে গ্রহণ করলে নানান বিতর্কের সৃষ্টি হয় শুরুতে। অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেন তাদের সাফল্য নিয়ে। কিন্তু শেষ অবধি তারা সিংহভাগ বই ছেপে ইতোমধ্যে বিভিন্ন জেলাতে পাঠিয়ে পর্যন্ত দিয়েছে। কিন্তু তার পরেও যথাসময়ে সব বই জেলাগুলোতে পৌঁছেনি এখনও। এ নিয়ে দু'পক্ষকে দোষ দেয়া দেয়িও চলছে অবিরাম। প্রকাশকরা বলছে সব কাগজ নাকি বোর্ড তাদের এখনও সরবরাহ করতে পারেনি। তাদের বক্তব্য অনুযায়ী ১৫ জানুয়ারির মধ্যে সব বই পৌঁছে যাবে। বোর্ডের একজন শীর্ষপর্যায়ের কর্মকর্তাও এ রকমই সম্ভাবনার কথা বলেন। তিনি আরও বলেন, প্রাইমারী স্কুলগুলোতে এখনও রোজার ছুটি চলছে। ঈদের পর যখন স্কুল খুলবে সবাই বই পেয়ে যাবে। কোন অসুবিধা হবে না।

এদিকে প্রাথমিক স্তরের বই সাফল্যজনকভাবে মুদ্রণ ও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলো এখন উদ্বেগ প্রকাশ করছে তাঁদের বিল প্রাপ্তি নিয়ে। তাঁদের একজন কর্মকর্তা জানান, তাঁদেরকে কার্যাদেশ দিয়েছে টেক্সট বুক বোর্ড। ফলে বিল তাদেরই একক দায়িত্বে দেয়ার কথা। কিন্তু এখন এর সঙ্গে উদ্দেশ্যমূলকভাবে জেলা শিক্ষা অফিসারদের জড়িত করার পাঁয়তারা চলছে। যে সব বই ইতোমধ্যে জেলাসমূহে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে তার ওপর 'পার্ট বিল' প্রদানের একটি সিদ্ধান্ত টেক্সট বুক বোর্ডের বোর্ড মিটিংয়ে গৃহীত হলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর অদৃশ্য ইঙ্গিতে। এসব অনিয়ম চলতে থাকলে কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের হাতে যথাসময়ে পাঠ্যপুস্তক পৌঁছার বিষয়টি আরও অনিশ্চিত হয়ে যাবে।